



REGGIO CALABRIA 198
FROM THIS
THIS DANGEROUS BEGINNING
REGGIO CALABRIA...

The Year of Three

Ferdinando Frega

GILLETTE: তিনের বছর — অঙ্ক 4

মাঠের সেই সকালে তখনও বেশ ভোর, এমন সময় কেউ দরজার ঘণ্টি বাজাল।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে লাগল, কে হতে পারে। আমার মেয়ে জর্জা হাসল আর পরম আত্মবিশ্বাসে ঘোষণা করল:

“অবশেষে। ওরা তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।”

শেষে দেখা গেল, ও শুধু ডাকপিয়ন।

আগের সন্ধ্যায় সে একটা টেলিগ্রাম পৌঁছে দিতে ভুলে গিয়েছিল। ভুলটার জন্য চাকরি চলে যেতে পারে এই ভয়ে সে ঠিক করেছিল ভোরেই তা শুধরে নেবে। তার কাছে সময়টা বোধহয় ছিল এক তুচ্ছ খুঁটিনাটি।

আমার স্ত্রী কৌতূহলে টেলিগ্রামটা খুললেন। তাতে লেখা:

“মহামান্য মহোদয়া ও তাঁর স্বামীকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে 30 মে রেভেনজা কালারিয়ার আর্কনদের হলে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য, যার শিরোনাম: 1993 সালে জন্ম নেওয়া যমজেরা। উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে এই টেলিগ্রাম পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে সচিবালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কোনো খরচ বহন করতে হবে না।”

আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম।

তেরিশ বছর কেটে গেছে। এমন ঘটনা ঘন ঘন ঘটে না। আমাদের কৌতূহল হল।

আমার স্ত্রী তক্ষুনি শুরু করলেন তাঁর উপদেশ-অভিযান।

ভদ্র হয়ে থেকো।

ঝাঁকের মাথায় কিছু কোরো না।

শান্ত আর স্থিরবুদ্ধি থেকো।

ওরা আমাদের যা দেয় তা-ই নিয়ো।

তারপর চুপচাপ বাড়ি ফিরে এসো।

কথাগুলো বলার সময় তিনি হাসছিলেন।

তিনি ভালো করেই জানতেন, ভেড়ার পালের মধ্যে কেমন আচরণ করতে হবে তা নেকড়েকে শেখানো সাধারণত সময়ের অপচয়।

হাহাহাহা।

অবশেষে এল অনুষ্ঠানের দিন।

হল লোকে ঠাসা। আমরা কাউকে চিনতে পারলাম না। অন্তত আমি পারিনি।

সময় সবার মুখ বদলে দিয়েছে।

আশ্চর্যের কথা, প্রায় কেউই সন্তানদের সঙ্গে আনেনি।

অনুষ্ঠান শুরু হল এক বক্তাকে দিয়ে, এক প্রসূতি-বিশেষজ্ঞ, যিনি সেই বছরগুলোতে ক্লিনিকে কাজ করতেন।

তিনি স্মরণ করলেন, 1993 ছিল এক অসাধারণ বছর।

যমজ প্রসব হয়েছিল চুয়ানটি।

তার মধ্যে একানটি মেয়ে।

ছেলে মাত্র তিনটি।

এরপর ক্লিনিকের পরিচালক মঞ্চে উঠলেন আর যে তিন দম্পতি ছেলে যমজের জন্ম দিয়েছিলেন,

তাদের সামনে আসতে বললেন।

আমার পদবি কানে আসতেই আমার স্ত্রী নিঃশব্দে ত্রুশ্চিহ্ন আঁকলেন।

এক নতুন অভিযান শুরু হচ্ছিল।

তিনি জানতেন আমি কথা বলব।

শুধু জানতেন না, কী বলব।

প্রথম দম্পতিকে জিজ্ঞেস করা হল, তাঁদের মতে কী কারণে তাঁদের যমজ হয়েছিল। স্বামী সতেজ গলায়

উত্তর দিলেন, ভালো খাওয়াদাওয়া আর প্রবল কামনাই সম্ভবত নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছিল।

দর্শকরা হাসলেন আর হাততালি দিলেন।

দ্বিতীয় দম্পতিকে একই প্রশ্ন করা হল।

এবার উত্তর দিলেন স্ত্রী; তিনি ইঙ্গিত দিলেন, এক উন্নত হরমোন-চিকিৎসা হয়তো কোনোভাবে

ফলাফলে প্রভাব ফেলেছিল।

তারপর এল আমাদের পালা।

আমি নেওয়ার আগেই আমার স্ত্রী চটপট মাইক্রোফোনের দখল নিলেন।

তিনি বোঝালেন, যমজ জন্ম আমার পরিবারের ইতিহাসে চলে আসছে: আমি নিজে, আমার বাবা, আর তাঁর আগে আমার দাদু।

তাঁর মতে, এটা প্রত্যাশিতই ছিল।

প্রায় স্বাভাবিক।

সব কিছু নিরাপদে এগোচ্ছিল।

তারপর তিনি সেই মারাত্মক ভুলটা করতে গেলেন।

মাইক্রোফোনটা আমার হাতে দিতে চাইলেন।

আমি সেটা লুফে নিলাম।

এ ছিল জীবনে একবারই আসা সুযোগ।

আমি তা নষ্ট করতে পারতাম না।

আমি বোঝালাম, সেই বছরগুলোতে আমি Gillette-এর হয়ে পাইকারি ব্যবসায় কাজ করছিলাম।

স্বাভাবিকভাবেই, বললাম আমি, যমজ জন্মের ব্যাখ্যা সহজ।

আমাদের প্রোমোশনের মতো একই নীতি:

দুটো নাও, একটার দাম দাও।

গোটা ঘর হাসিতে ফেটে পড়ল।

সাড়া পেয়ে উৎসাহিত হয়ে আমি চালিয়ে গেলাম।

“1993 ছিল এক খাটুনির বছর। অবিস্মরণীয় এক বছর। তবে আমি এটাও জানিয়ে রাখতে চাই যে তার আগে এখানে উপস্থিত কোনো ভদ্রমহিলার সঙ্গেই সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়নি।”

ভদ্রমহিলারা হাসলেন।

স্বামীরা হাসলেন একটু কম।

মহাবিশ্বে এক ভারসাম্য ফিরে এল।

অবশেষে অনুষ্ঠান শেষ হল, আর আমরা বেরোনের দরজার দিকে এগোলাম।

ঠিক বেরোনের মুখে কয়েকজন ভদ্রমহিলা আমাকে থামালেন।

“মিস্টার Gillettenarrative,” ডাকলেন তাঁরা।

আর সেই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস বুঝলাম।

বছর চলে যায়।

মুখ বদলে যায়।

স্মৃতি ফিকে হয়ে আসে।

কিন্তু গল্প মানুষের চেয়ে দ্রুত ছোটো।

আমি এসেছিলাম ফের্দিনান্দো হয়ে।

কী করে যেন আমার গল্পগুলো আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল।

ফের্দিনান্দো